ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

(৪)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

বিদ্রোহী চরমপন্থী, মৌলবাদী (Extremist, Fundamentalist) 'খোরাইজ' বা খারিজী দল আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে প্রত্যাখান করতঃ নিজস্ব একটি দল ঘঠন করলো। তারা আল্লাহ্‌র হুকুমত, কোরআনের শাসন কায়েম করতে চায়। তাদের মতে আলী ও মুয়াবিয়া দু'জনই কোরআন বিরোধী শাসক। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত এরা আলীর পক্ষেই ছিল। যেহেতু আলী মুয়াবিয়ার মত একজন বিধর্মীর সাথে শান্তি-চুক্তিতে দস্তখত করেছেন এবং রাজ্যে শারিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে হজরত আলীও একজন বিধর্মী। খারিজী দল, 'হারোরা' নামক একটি গ্রামে সমেবেত হয়ে তাদের মতাদর্শ প্রচার করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী জঙ্গীবাদী দলে পরিণত হলো। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষনকারীদের বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে, মানুষের গলা কেটে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, নির্বিচারে হত্যা করে সারা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে দেয়। হজরত আলী দিন-রজনী কষ্ট করে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে, তাবলিগ করে কিছু লোককে পুনরায় সিরিয়া আক্রমনের জন্যে রাজী করিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এখন তাঁর সামনে সিরিয়া আক্রমনের চেয়ে বিদ্রোহী খারিজী দলকে দমন করা আবশ্যক হয়ে গেছে। এদিকে খারিজীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, মুয়াবিয়া, আলী ও আমর ইবনে আ'স, এই তিনজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেনা। তাদের শ্লোগান হলো *'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্‌'* আল্লাহ্‌র শাসন ছাড়া কোন শাসন নাই। হজরত আলী তাদের কাছে লোক পাঠালেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোরআনের খেলাফ কোন কাজ করেন নাই। ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন- 'রাজ্যে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা করতে সকল আগে মুয়াবিয়াকে ধংস করতে হবে। আর এ জন্যে তোমাদেরকে আমার সাথে যোগদান করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যেহাদে অংশ গ্রহন করার আহ্‌বান জানাচ্ছি'। তারা উত্তর দিল- 'আলী আপনি কোরআন অমান্যকারী, আপনি কোরআন বুঝেননা'। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে বিদ্রোহী খারিজি দল, তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো বাগদাদ থেকে ১২ মাইল দূরে 'নাহ্‌রাওয়ান' নামক স্থানে। বাসারা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু লোক এসে তাদের সাথে যোগদান করলো। ১২ হাজার সদস্যের খারিজি জঙ্গী দল এখান থেকেই রাষ্ট্রের সর্বত্র খাটি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করবে। তাদের মুল মন্ত্র হলো রাজ্যের সকল সমস্যার ফয়সালা করবে একমাত্র কোরআন।

খারিজিদেরকে নিজ দলে আনতে সকল প্রকার চেষ্টা করে আলী ব্যর্থ হয়ে, ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়া আক্রমনের যাত্রা-পথে 'নোখাইলা' এর উপত্যকায় এসে তাবু ফেল্লেন। আলীর কাছে সংবাদ এলো- সন্ত্রাসী খারিজিরা 'নাহ্‌রাওয়ান' এর গভর্ণর হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে খাব্‌বাব (রাঃ) কে মুরগী-কাটা কেটে খুন করেছে, সাথে গভর্ণরের অন্তসত্তা ক্রীত-দাসী ও বনু-তায়ী গোত্রের তিনজন নিরপরাধ মহিলাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে তারা জবেহ্‌ করেছে। বিষয়টা তদন্ত করতে আলী, হজরত হারিস ইবনে মুর্‌রাহ্‌কে 'নাহ্‌রাওয়ান' প্রেরণ করলেন। খারিজিরা ইবনে

মুর্‌রাহ্‌কে হত্যা করে ফেলে। আলীর সন্দেহ হল, এই মুহূর্তে সিরিয়া আক্রমন করতে গেলে খারিজিরা কুফা দখল করে নিতে পারে। হজরত আলী খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ৩৮ হিজরীর সফর মাসের ৯ তারিখ খারিজিদের সাথে আলীর যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'যুদ্ধে-নাহ্‌রাওয়ান' বা 'খাল-যুদ্ধ' নামে অভিহিত। আলীর শক্তিশালী সৈন্যগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই খারিজিদের ১২ হাজার সদস্যকে তাদের তলোয়ারের নীচে কতল করতে সক্ষম হলেন। মাত্র ৯ জন খারিজি পলায়ন করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। দুই বৎসর পর ৪০ হিজরীতে এই ৯জনের তিনজন মিলে হজরত আলীকে তাঁর মসজিদ প্রাঙ্গনে খুন করে।

খারিজিদেরকে হত্যা করে আলী ভেবেছিলেন একটা আপদ গেল, এবার সিরিয়া আক্রমন করতে আর কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু বিধি বাম, আলীর সৈন্যগণ আর কোনমতেই যুদ্ধ করতে রাজী হলোনা। হজরত আলীর, বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভগ্ন হৃদয়ে কুফায় ফিরে গিয়ে আলী নিজের লোকজনকে ভীরু, কাপুরুষ বলে ধিক্‌কার দিয়ে শান্ত হয়ে যান। এদিকে আলীর এই নীরবতা হজরত মুয়াবিয়ার মোটেই ভাল লাগলোনা। মুয়াবিয়ার দৃঢ় সংকল্প- 'আমি সেই দিন হবো শান্ত, যেদিন জগতের মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মত, হাশেমী বংশের কেউ থাকবেনা'। মুয়াবিয়া জানেন এখন আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিংহ ও ছাগলের ব্যবধান।

মুয়াবিয়ার বাবা আবু-সুফিয়ান বলেছিলেন- 'শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ একদিন আসতেও পারে'। পুর্ণ প্রতিশোধ নেয়ার এখনো কিছুটা বাকি। সুতরাং দূর্বল ছাগলের শক্তিও আলীর আছে কি না পরীক্ষা করতে মুয়াবিয়া দিকে-দিকে ছোট্ট ছোট্ট সেনা-দল পাঠালেন। আজ থেকে কয়েক যুগ পুর্বে ঠিক যেভাবে নবী মোহাম্মদ রাতের অন্ধকারে একটি একটি করে আরব অমুসলিম গোত্রের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে তাদের সহায় সম্পত্তি দখল করেছিলেন, মুয়াবিয়ার সৈনগণ সেভাবেই একের পর এক আলীর প্রদেশসমুহ দখল করতে লাগলো। ইসলামের জন্মভূমি ও নবী মুহাম্মদের রাজধানী মদীনা আক্রমন করার জন্যে সাহাবী হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজরত বাশারকে সেনাপ্রধান করে একটি শক্তিশালী দল হিজাজ (মদীনা) পাঠালেন। হজরত বাশারের সৈনবাহিনী দানবের মত আক্রমন করে বসে মদীনার মানুষের ওপর। তারা ক্ষনিকের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত মদীনাবাসী বিনা যুদ্ধেই মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। বিজয়ী বাশার মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে বল্লেন- 'মদীনার লোক, যদি আজ খলিফা মুয়াবিয়ার নির্দেশ নিয়ে না আসতাম, আল্লাহর কসম মদীনার একটা পুরুষও আমি জীবিত রাখতাম না'। সেনাপতি বাশার, নবী মুহাম্মদের বনি মুত্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমনের তুলনায় মদীনাবাসীর ওপর অশেষ করুণাই করলেন। সেদিন মুহাম্মদ বনি মুত্তালিক গোত্রের একটা পুরুষকেও জীবিত রাখেন নাই, উপরন্ত তাদের সকল নারীদেরকে বন্দী করে তাঁর সেনাবাহিনীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদীনা জয় করে বাশার, তার দল নিয়ে ইয়েমন দখল করতে রওয়ানা হলেন। মদীনা পতনের সংবাদ পেয়ে হজরত আলী কাগুজে বাঘের মত কিছুক্ষণ গর্জন করলেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলোনা। হিজাজের মত একই পদ্ধতিতে আক্রমন করে সেনাপতি বাশার ইয়েমন দখল করে নেন। তবে সেখানকার গভর্ণর হজরত

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাধা প্রদান করায় তাঁকে ও তাঁর ছোট ছেলেকে বাশার হত্যা করেন।

ছোট ছোট রাজ্য গুলো দখল করে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবার দৃষ্টি ফেল্লেন মিশরের ওপর। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন- 'তোমরা মিশরের গভর্ণর আবুবকরের পুত্র মোহাম্মদকে হত্যা করতে পারবেনা, তাকে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজ হাতে তার বিচার করবো'। উল্লেখ্য, আবুবকর মদীনার খলিফা হওয়ার পর, হজরত আবু-সুফিয়ান তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন- 'এই আবুবকর তোমার দুই ভাইয়ের হত্যাকারী, আমার বিশ্বাস তুমি একদিন এর প্রতিশোধ নেবে'। মুয়াবিয়ার সন্দেহ ছিল আলী কুফা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে মিশর রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আলীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং মিশর দখল করতে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর তেমন বেগ পেতে হলোনা। মোহাম্মদ ইবনে আবুবকরকে বন্দী করে মুয়াবিয়ার কাছে নিয়ে আসা হলো। মুয়াবিয়া ঠান্ডা মাথায় মোহাম্মদকে বলেন- 'তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দেবো যা উসমান হত্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তরবারী ও বর্শার আঘাতে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক। মুয়াবিয়া মোহাম্মদকে শুকনো খড়-কুটা দিয়ে মুড়িয়ে বস্তা-বন্দী করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

মুয়াবিয়ার মনে আছে, বদরের যুদ্ধে তার পিতা আবু-সুফিয়ানের বিরুদ্ধে এই আবুবকর, তার পুত্র মোহাম্মদ ও কন্যা আয়েশা অংশ গ্রহন করেছিলেন। এ কারণেই মুয়াবিয়া সেদিন জামাল যুদ্ধে আলীর বিরুদ্ধে আয়েশাকে সাহায্য করেন নি।

হিজরী ৪০ সনের রমজান মাস। খারিজি দলের তিনজন লোক হজরত আলীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মসজিদের পাশে অবস্থান নেয়। আলী মসজিদ থেকে বেরিয়ে, দ্বার-প্রান্তে আসামাত্র শা'বিব ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম আলীর মাথায় তলোয়ার দিয়ে সুজোরে আঘাত করে। কিছুদিন পরেই ৬৬১ খৃষ্টাব্দে হজরত আলী কুফায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেণ।

পিতৃ-শোকে কাতর হজরত হাসান (রাঃ) বাবার শোক-সভায় বলেন- 'আজ এমন একটি পবিত্র মাসে নবীজীর শ্রেষ্ট মানুষটিকে ঘাতকরা হত্যা করলো, যে মাসে কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল। যে মাসে হজরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ্ আকাশে তুলে নেন, যে মাসে হজরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলেন। কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীরা কোরআন লেখককেই খুন করে ফেল্লো'। উল্লেখ্য হজরত আলী নবী মোহাম্মদের পাশে-পাশে থেকে কোরআনের বাণী লিখতেন। হজরত উসমান যখন কোরআন সংকলন করেন, আলীকে সংকলন-কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। ৩৩ সন্তানের জনক, হজরত আলী জীবনে তাঁর প্রথম স্ত্রী ফাতেমার মৃত্যর পর আরো ৮জন রমনীর পাণি গ্রহন করেছিলেন।

হজরত আলী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া আলী-পরিবারের পিছু ছাড়লেন না।

আগামী পর্বে সমাপ্ত-